



অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৪
২য় জোনাল অপারেশন নির্দেশিকা
(জোনাল অফিসারের জন্য)



অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৩ প্রকল্প
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপক্রমণিকা

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) দেশের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশের নিমিত্ত বিভিন্ন শুমারি ও জরিপ পরিচালনা করে আসছে। বিবিএস কর্তৃক সম্পাদিত শুমারিসমূহের মধ্যে জনশুমারি ও গৃহগণনা, কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) শুমারি ও অর্থনৈতিক শুমারি অন্যতম। অর্থনৈতিক শুমারির মাধ্যমে কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর হতে ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে শিল্প ও সেবা নির্ভর হয়ে উঠছে। ফলে, এসব খাতগুলো জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থানে অধিকতর অবদান রাখছে। উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে এ খাতসমূহের হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত প্রয়োজন। জাতীয় অর্থনীতির এ উত্তরণলগ্নে অর্থনৈতিক শুমারির গুরুত্ব অপরিসীম। অর্থনৈতিক শুমারি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বিবিএস ২০২৪ সালে দেশের চতুর্থ অর্থনৈতিক শুমারি অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। শুমারি কার্যক্রম বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নির্ভুল শুমারি নির্ভর করে শুমারির প্রাক-প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের ওপর। তথ্যপ্রযুক্তির আধুনিকায়নের বর্তমান যুগে সঠিকভাবে শুমারির মান নিয়ন্ত্রণ এবং সুশৃঙ্খল, সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে শুমারি অনুষ্ঠানের জন্য জিও কোড তালিকা হালনাগাদকরণ, গণনা এলাকার ম্যাপ প্রণয়ন এবং জোন গঠন করা একান্ত অপরিহার্য। উল্লিখিত কার্যাবলি সম্পাদনের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে জোনাল অপারেশন ইতোমধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুমারির চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য ২য় জোনাল অপারেশন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বিবিএস-এর সদর দপ্তর, মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এবং বিবিএস বহির্ভূত বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এ কাজে সম্পৃক্ত থাকবেন।

দ্বিতীয় জোনাল অপারেশনে জোনাল অফিসারগণ তাদের জন্য নির্ধারিত এলাকার জিও কোড তালিকা সংশোধনপূর্বক নবায়ন, মৌজা বা গ্রাম/মহল্লার গণনা এলাকা ম্যাপ বাস্তব আলামতসহ সংশোধন, গণনা এলাকার সীমানা চিহ্নিতকরণ, এবং তথ্য সংগ্রহকারী/সুপারভাইজার/আইটি সুপারভাইজার নিয়োগ/বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন। এ বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য অত্র নির্দেশিকা তৈরি করা হয়েছে। শুমারির মাস্টার ট্রেনার এবং জেলা শুমারি সমন্বয়কারীগণ অত্র নির্দেশিকা অনুসরণ করে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন এবং মাঠপর্যায়ে উপজেলা/থানা শুমারি সমন্বয়কারী, জোনাল অফিসার এবং শুমারিকর্মীগণকে যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ এবং সার্বক্ষণিকভাবে সহায়তা প্রদান করবেন।

শুমারি কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টায় দ্বিতীয় জোনাল অপারেশন সফলভাবে সমাপ্ত হবে এবং নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৪ সফলভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে- এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান

মহাপরিচালক

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
অধ্যায় ১	১.১ অর্থনৈতিক শুমারির পটভূমি ও ক্রমবিকাশ	০১
	১.২ অর্থনৈতিক শুমারির সংজ্ঞা	০১
	১.৩ অর্থনৈতিক শুমারির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	০১
	১.৪ অর্থনৈতিক শুমারির আইনগত ও নীতিগত ভিত্তি	০২
	১.৫ অর্থনৈতিক শুমারি কার্যক্রমের পর্যায়সমূহ	০২
অধ্যায় ২	২.১ জোনাল অপারেশন বলতে কী বোঝায়	০৩
	২.১ দ্বিতীয় জোনাল অপারেশনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম	০৩
	২.৩ জেলা শুমারি সমন্বয়কারীর (ডিসিসি) দায়িত্ব	০৩
	২.৪ উপজেলা/থানা শুমারি সমন্বয়কারীর (ইউসিসি) দায়িত্ব	০৪
	২.৫ জোনাল অফিসারের দায়িত্ব	০৪
অধ্যায় ৩	৩.১ অর্থনৈতিক শুমারির গণনা এলাকা গঠন	০৫
	৩.১.১ জনশুমারি একটি গণনা এলাকায় অর্থনৈতিক শুমারির একটি গণনা এলাকা প্রস্তুত	০৫
	৩.১.২ জনশুমারি একাধিক গণনা এলাকা নিয়ে অর্থনৈতিক শুমারির একটি গণনা এলাকা প্রস্তুত	০৫
	৩.১.৩ জনশুমারি একটি গণনা এলাকায় অর্থনৈতিক শুমারির একাধিক গণনা এলাকা প্রস্তুত	০৬
	৩.২ অর্থনৈতিক শুমারির গণনা এলাকা ম্যাপ প্রস্তুত	০৬
	৩.৩ অর্থনৈতিক শুমারির গণনা এলাকা ম্যাপ সংক্রান্ত তথ্য আইসিএমএস এ এন্ট্রি	০৬
	৩.৪ অর্থনৈতিক শুমারির সুপারভাইজার এলাকা গঠন:	০৭
	৩.৫ অর্থনৈতিক শুমারির গণনা এলাকা গঠন ও ম্যাপ প্রস্তুত মৌলিক বিষয়াবলী	০৭
অধ্যায় ৪	৪.১ অর্থনৈতিক শুমারির মূল শুমারির আওতা	০৮
	৪.২ অর্থনৈতিক শুমারির লিস্টিং কার্যক্রমে প্রযোজ্য প্রয়োজনীয় সাধারণ সংজ্ঞাবলী	০৮
	৪.২.১ ইউনিট	০৮
	৪.২.২ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসম্পন্ন থানা	০৮-১০
	৪.২.৩ নিম্নোক্ত কর্মকাণ্ডসমূহ থানাভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হবে না	১০
	৪.২.৪ প্রতিষ্ঠান	১০-১৩
	৪.২.৫ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসম্পন্ন অন্যান্য থানা	১৩-১৪
	৪.২.৬ প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি খামার	১৪
	৪.২.৭ অর্থনৈতিক কাজ	১৫
	৪.২.৮ অ-অর্থনৈতিক কাজ	১৫
	৪.৩ শুমারির আওতা বহির্ভূত বিষয়সমূহ	১৬
অধ্যায় ৫	শুমারির প্রস্তুতিমূলক গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম	১৬
	৫.১ জিওকোড হালনাগাদকরণ	১৬
	৫.২ তথ্য সংগ্রহকারী, সুপারভাইজার, আইটি লিস্টার এর তথ্য ICMS এ পূরণ	১৭
	৫.৩ শুমারি সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য পূরণ	১৭

প্রথম অধ্যায়

১.১ অর্থনৈতিক শুমারির পটভূমি ও ক্রমবিকাশ:

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিরূপণের জন্য নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশনার নিমিত্ত বিভিন্ন শুমারি ও জরিপ পরিচালনা করে আসছে। বিবিএস কর্তৃক পরিচালিত শুমারিসমূহের মধ্যে জনশুমারি ও গৃহগণনা, কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) শুমারি ও অর্থনৈতিক শুমারি উল্লেখযোগ্য। বিবিএস কর্তৃক ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ৪র্থ অর্থনৈতিক শুমারি পরিচালনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থনৈতিক শুমারির মাধ্যমে কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ শুমারির মূল উদ্দেশ্য হলো দেশের অকৃষি খাত বিশেষ করে শিল্প ও সেবা খাতকে পরিকল্পিতভাবে উন্নয়নমুখী করার লক্ষ্যে মানসম্মত পরিসংখ্যান প্রণয়ন করা।

বাংলাদেশে ১ম অর্থনৈতিক শুমারি ১৯৮৬ সালের ২৭-২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। এ শুমারিতে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক কৃষি অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু খানাভিত্তিক কৃষি অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ১ম অর্থনৈতিক শুমারির নাম ছিল “কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কার্যক্রম ও অক্ষম ব্যক্তিদের শুমারি-১৯৮৬”। ২য় অর্থনৈতিক শুমারিতে ২০০১ এবং ২০০৩ সালে দুটি পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। শহর এলাকায় ২০০১ সালের ২৭-৩১ মে এবং পল্লী এলাকায় ২০০৩ সালের ২০-২৬ এপ্রিলে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ৩য় অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত হয়। এ শুমারির তথ্যও দুটি পর্যায়ে সংগ্রহ করা হয়। প্রথম পর্যায়ে ২০১৩ সালের ১৫-২৪ এপ্রিল ৩৭ টি জেলা এবং ২য় পর্যায়ে ৩০ এপ্রিল থেকে ১০ মে অবশিষ্ট ২৭টি জেলার তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ২০১৩ সালের শুমারিতে প্রথমে সকল প্রতিষ্ঠান এবং খানা লিস্টিং করা হয়। পরবর্তীতে সকল প্রতিষ্ঠান ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্বলিত খানা হতে বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। অর্থনৈতিক শুমারি-২০২৪ এর আওতায় ইতোমধ্যে সারাদেশের অর্থনৈতিক ইউনিটের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। মূল শুমারিতে এ সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসম্পন্ন খানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হবে।

১.২ অর্থনৈতিক শুমারির সংজ্ঞা:

অর্থনৈতিক শুমারি হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সুনির্ধারিত অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে একটি নির্দিষ্ট সমগ্রকের (Population) সকল অর্থনৈতিক ইউনিটের পূর্ণাঙ্গ গণনা পদ্ধতি। একটি দেশের সকল অর্থনৈতিক ইউনিট সংক্রান্ত অর্থনৈতিক তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া, সংকলন, প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণ এবং প্রকাশনাকে অর্থনৈতিক শুমারি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

১.৩ অর্থনৈতিক শুমারির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

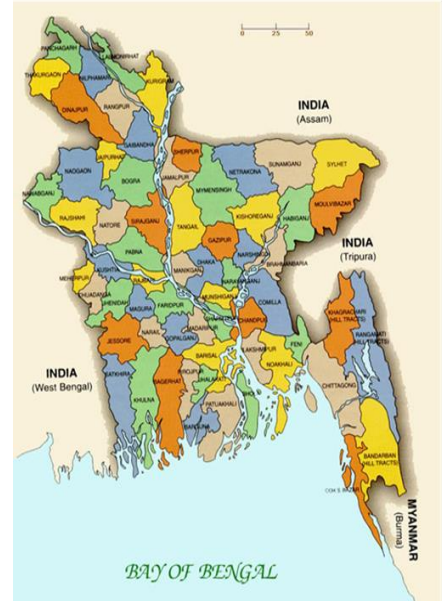
- অর্থনৈতিক শুমারির মূল লক্ষ্য হলো সময়ের বিবর্তনে একটি দেশের অর্থনীতিতে যে কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটে, সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা।
- শুমারির অন্যান্য উদ্দেশ্য হলো:
 - অকৃষিমূলক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কাঠামো নির্ধারণ;
 - System of National Accounts (SNA), 2008 এবং Bangladesh Standard Industrial Classification (BSIC), 2022 ও জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২ অনুসরণে পল্লী ও শহর এলাকার শিল্প এবং সেবা খাতে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত প্রস্তুত করা;
 - শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত সকল প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে মৌলিক তথ্য সরবরাহ করা;
 - অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত জনবলের হিসাব নিরূপণের পাশাপাশি তাদের ধরন সম্পর্কে ধারণা লাভ করা;
 - শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান মৌলিক সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা;
 - বিনিয়োগকৃত মূলধন ও জনবল কাঠামো অনুযায়ী শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিবিন্যাসকরণ এবং তাদের সংখ্যা নির্ধারণ; এবং
 - শিল্পোন্নয়নের জন্য দেশের নীতিনির্ধারক, পরিকল্পনাবিদ, গবেষকসহ বিভিন্ন অংশীজনের হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করা।

১.৪ অর্থনৈতিক শুমারির আইনগত ও নীতিগত ভিত্তি:

- Allocation of Business অনুযায়ী পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অর্থনৈতিক শুমারি পরিচালনা করে থাকে;
- পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ অনুযায়ী বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) অর্থনৈতিক শুমারি সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে;
- পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ অনুযায়ী সরকার কর্তৃক নিয়োজিত শুমারিকর্মীগণকে তথ্য সরবরাহ করা সকল নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং অপরদিকে সরকার ব্যক্তিগত পর্যায়ের সকল তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করতে সকলকে নিশ্চয়তা প্রদান করছে;
- জাতীয় পরিসংখ্যান উন্নয়ন কৌশলপত্রে (এনএসডিএস) অর্থনৈতিক শুমারি বাস্তবায়ন এবং বাংলাদেশ স্ট্যাটিস্টিক্যাল বিজনেস রেজিস্টার প্রণয়নকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে;
- জাতীয় শিল্পনীতি, ২০২২-এর অন্যতম একটি লক্ষ্য হলো উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং শিল্পের মানোন্নয়ন করা। অর্থনৈতিক শুমারি;
- অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৪-এর তথ্য উপাত্তের মাধ্যমে দেশের শিল্প উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা যাবে; এবং
- অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৪ এর তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে সরকারের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, বদ্বীপ পরিকল্পনা, পরবর্তী ৯ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২-এর আলোকে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণ, জাতীয় অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও সম্পদ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা যাবে;

১.৫ অর্থনৈতিক শুমারি কার্যক্রমের পর্যায়সমূহ:

- শুমারির প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম
 - ১ম জোনাল অপারেশন- অর্থনৈতিক ইউনিটের তালিকা প্রণয়ন (লিস্টিং কার্যক্রম) এবং (ম্যাপিং অপারেশন);
 - ২য় জোনাল অপারেশন; এবং
 - প্রিটেক্টিং ও পাইলট শুমারি।
- মূল শুমারি কার্যক্রম: Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) পদ্ধতিতে মূল শুমারির তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- শুমারি পরবর্তী কার্যক্রম
 - প্রাথমিক রিপোর্ট প্রস্তুত ও প্রকাশ
 - ডাটা এডিটিং ও কোডিং কার্যক্রম
 - গণনা পরবর্তী যাচাই (PEC) জরিপ
 - তথ্য ধারণ ও প্রক্রিয়াকরণ
 - চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ
 - বাংলাদেশ স্ট্যাটিস্টিক্যাল বিজনেস রেজিস্টার (BSBR) প্রণয়ন
 - শুমারির অন্যান্য রিপোর্ট প্রকাশ



দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে অবস্থিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত সব ধরনের অর্থনৈতিক ইউনিট অর্থনৈতিক শুমারির আওতায় আসবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.১ জোনাল অপারেশন বলতে কী বোঝায়:

জোনাল অপারেশন বলতে সঠিকভাবে শুমারি অনুষ্ঠানের পূর্বে জোনাল অফিসারগণ কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে সরাসরি শুমারির মৌলিক প্রস্তুতিমূলক কাজসমূহ সম্পাদন করাকে বুঝায়। মূল শুমারি প্রস্তুতির জন্য জোনাল অপারেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড। অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৪ সুষ্ঠু ও সফলভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে দুটি জোনাল অপারেশন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রথম জোনাল অপারেশন সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১ম জোনাল অপারেশনের মাধ্যমে দেশের সকল থানা ও প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তালিকাভুক্ত থানা হতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসম্পন্ন থানা নিরূপন করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসম্পন্ন থানা ও প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে অর্থনৈতিক শুমারির গণনা এলাকা প্রস্তুত করা হয়েছে। মূল শুমারির প্রস্তুতির অংশ হিসেবে দ্বিতীয় জোনাল অপারেশন পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২.২ দ্বিতীয় জোনাল অপারেশনের গুরুত্বপূর্ণ কাজসমূহ:

- ক. মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনিক এলাকা ও জিও কোড পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করা এবং তা Integrated Census Management System (ICMS) এ হালনাগাদ করা;
- খ. অর্থনৈতিক শুমারির জোন, গণনা এলাকা ও সুপারভাইজার এলাকার ভৌগোলিক সীমানা যাচাই করা এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করা;
- গ. অর্থনৈতিক শুমারির গণনা এলাকা ও সুপারভাইজার এলাকার ম্যাপ আঁকা/যাচাই ও প্রয়োজনীয় লিজেণ্ড বসানো এবং তা ICMS-এ হালনাগাদ করা;
- ঘ. যোগ্যতা যাচাই করে যোগ্য ও দক্ষ শুমারিকর্মী নির্বাচন করা;
- ঙ. শুমারিকর্মীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের তালিকা প্রস্তুত এবং তা ICMS এ এন্ট্রি করা;
- চ. শুমারির জন্য প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জাম যেমন: ট্যাবলেট, মোবাইল ফোন ইত্যাদি যাচাই করা এবং প্রয়োজনীয় মেরামত করা;
- ছ. প্রথম পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্যের যথার্থতা নিশ্চিত করা এবং কোনো ত্রুটি থাকলে তা সংশোধন করা;
- জ. নতুন প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহ করা এবং যেসব প্রতিষ্ঠানের তথ্য আগে সংগ্রহ করা হয়েছিল, সেগুলোর তথ্য আবারও যাচাই করা;
- ঝ. যে সকল মৌজা এবং গ্রাম/মহল্লা নদী ভাঙনে সম্পূর্ণ বিলীন হয়েছে (নদী সিকস্তি) কিংবা জনবসতিহীন (Depopulated) হয়েছে, সেগুলোর তথ্য জিওকোড তালিকায় হালনাগাদ এবং ICMS এ এন্ট্রি করা;
- ঞ. মাঠ পর্যায়ে সংরক্ষিত ট্যাবলেট ব্যবস্থাপনা এবং তা Mobile Device Management (MDM) ও ইন্টারনেটের আওতায় আনা এবং
- ট. বিভাগীয়, জেলা, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা এবং পৌরসভা শুমারি কমিটির সভা আয়োজন করা।

২.৩ জেলা শুমারি সমন্বয়কারীর (ডিসিসি) দায়িত্ব:

- অর্থনৈতিক শুমারির গণনা এলাকা ও সুপারভাইজার এলাকার ম্যাপ আঁকা/যাচাইপূর্বক প্রয়োজনীয় লিজেণ্ড বসানো এবং তা ICMS-এ হালনাগাদ করণ কার্যক্রম নিশ্চিত করা;
- শুমারি জেলায় সুষ্ঠুভাবে ২য় জোনাল অপারেশনের সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে সার্বিক দায়িত্ব পালন করা;
- বিভাগীয়, জেলা, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা ও পৌরসভা শুমারি স্থায়ী কমিটিকে শুমারি কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ, সমন্বয়সাধন ও জেলা শুমারি স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠানে বিবিএস-এর মাঠ প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করা;
- প্রকল্প দপ্তরের প্রচার পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় রেখে শুমারি জেলার সার্বিক প্রচার পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- জেলা পর্যায়ে নির্ধারিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২য় জোনাল অপারেশনের প্রশিক্ষণসূচি অনুযায়ী উপজেলা শুমারি সমন্বয়কারী ও জোনাল অফিসারগণদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং মূল শুমারির প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- শুমারি জেলার অধীনস্থ সকল জোনের জন্য প্রয়োজনীয় শুমারি মালামাল (ম্যানুয়াল, ট্যাবলেট, প্রচার সামগ্রী) এর হিসাব করা এবং বিতরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন;

- শুমারি জেলায় বিভিন্ন পর্যায়ের শুমারি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন করা;
- ICMS এ তথ্য সংগ্রহকারী, সুপারভাইজার, আইটি সুপারভাইজার, জোনাল অফিসার ও উপজেলা শুমারি সমন্বয়কারীর তথ্য (নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, বিকাশ নম্বর) হালনাগাদ করা;
- ICMS সংক্রান্ত কার্যক্রম সার্বক্ষণিক তদারকি করা;
- শুমারি জেলায় নিয়োজিত সকল উপজেলা শুমারি সমন্বয়কারী ও জোনাল অফিসারকে সার্বক্ষণিক কারিগরি সহায়তা প্রদান করা;
- ডিসিসি এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে শুমারির কাজের মান নিয়ন্ত্রণ;
- খরচের বিবরণ ও বিল ভাউচার (প্রাপ্তি রশিদসহ) যথাসময়ে প্রকল্প কার্যালয়ে জমাদান এবং
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী শুমারি চলাকালীন যে কোনো দায়িত্ব পালন করা।

২.৪ উপজেলা/থানা শুমারি সমন্বয়কারীর (ইউসিসি) দায়িত্ব:

- অর্থনৈতিক শুমারির গণনা এলাকা ও সুপারভাইজার এলাকার ম্যাপ আঁকা/যাচাইপূর্বক প্রয়োজনীয় লিজেন্ড বসানো এবং তা ICMS-এ হালনাগাদ করণ কার্যক্রম নিশ্চিত করা;
- নির্ধারিত উপজেলা/ থানায় ২য় জোনাল অপারেশনের সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে সার্বিক দায়িত্ব পালন করা;
- উপজেলা/ পৌরসভা শুমারি স্থায়ী কমিটিকে শুমারি কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ, সমন্বয়সাধন এবং উপজেলা পৌরসভা শুমারি স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠান করা;
- নির্ধারিত উপজেলা/ থানায় জেলার অধীনস্থ সকল জোনের জন্য প্রয়োজনীয় শুমারি মালামাল (ম্যানুয়াল, ট্যাবলেট, প্রচার সামগ্রী) এর হিসাব করা এবং বিতরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- নির্ধারিত উপজেলা/ থানায় বিভিন্ন পর্যায়ের শুমারি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন করা;
- ICMS এ তথ্য সংগ্রহকারী, সুপারভাইজার, আইটি সুপারভাইজার, জোনাল অফিসার এবং উপজেলা শুমারি সমন্বয়কারীর তথ্য (নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, বিকাশ নম্বর) হালনাগাদ করা;
- ICMS সংক্রান্ত কার্যক্রম সার্বক্ষণিক তদারকি করা;
- শুমারি জেলায় নিয়োজিত সকল জোনাল অফিসারকে সার্বক্ষণিক কারিগরি সহায়তা প্রদান করা;
- ডিসিসি এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে শুমারির কাজের মান নিয়ন্ত্রণ এবং
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী শুমারি চলাকালীন যে কোনো দায়িত্ব পালন করা।

২.৫ জোনাল অফিসারের দায়িত্ব:

- নির্ধারিত সময়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে নির্ধারিত প্রশিক্ষণসূচি অনুযায়ী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা;
- অর্থনৈতিক শুমারির গণনা এলাকা ও সুপারভাইজার এলাকার ম্যাপ আঁকা/যাচাইপূর্বক প্রয়োজনীয় লিজেন্ড বসানো এবং তা ICMS-এ হালনাগাদ করা;
- প্রকল্প দপ্তরের প্রচার পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় রেখে জোনের সার্বিক প্রচার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;
- মূল শুমারির প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;
- জোনের জন্য প্রয়োজনীয় শুমারি মালামাল (ম্যানুয়াল, ট্যাবলেট, প্রচার সামগ্রী) এর হিসাব করা এবং বিতরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;
- শুমারি জেলায় বিভিন্ন পর্যায়ের শুমারি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনে ডিসিসি/ইউসিসিকে সহায়তা করা;
- ICMS এ তথ্য সংগ্রহকারী, সুপারভাইজার, আইটি সুপারভাইজার, জোনাল অফিসার ও উপজেলা শুমারি সমন্বয়কারীর তথ্য (নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, বিকাশ নম্বর প্রভৃতি) হালনাগাদ করা;
- ICMS সংক্রান্ত কার্যক্রম সার্বক্ষণিক হালনাগাদ করা;
- জোন এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে শুমারির কাজের মান নিয়ন্ত্রণ করা;
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী শুমারি চলাকালীন যে কোনো দায়িত্ব পালন করা এবং শুমারি কমিটির সভার আলোকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা।

তৃতীয় অধ্যায়

গণনা এলাকা গঠন এবং ম্যাপ প্রস্তুত সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

৩.১ অর্থনৈতিক শুমারির গণনা এলাকা গঠন:

অর্থনৈতিক শুমারির মূল শুমারিতে একজন তথ্য সংগ্রহকারী গড়ে ১৫০টি ইউনিটের তথ্য সংগ্রহ করবে। ইউনিট বলতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসম্পন্ন খানা এবং প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে। লিস্টিং করার পর জোনাল অফিসারগণ আইসিএমএস হতে জনশুমারির গণনা এলাকায় কয়টি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্বলিত খানা এবং প্রতিষ্ঠান পাওয়া গেছে তা জেনে নিবে। অতঃপর গড়ে ১৫০টি অর্থনৈতিক ইউনিট নিয়ে অর্থনৈতিক শুমারির গণনা এলাকা গঠন করবে। শহর অঞ্চলে বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে তথ্য সংগ্রহ করাটা সময় সাপেক্ষ বিবেচনায় অর্থনৈতিক শুমারির গণনা এলাকা গঠনের ক্ষেত্রে ইউনিটের সংখ্যা কিছুটা কম হবে।

জনশুমারির গণনা এলাকা নিয়ে অর্থনৈতিক শুমারির গণনা এলাকা প্রস্তুত করতে হবে। সাধারণত পল্লী এলাকায় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা তুলনামূলক কম থাকবে বলে জনশুমারির একাধিক গণনা এলাকা নিয়ে অর্থনৈতিক শুমারির একটি গণনা এলাকা গঠিত হবে। আবার শহর এলাকায় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা তুলনামূলক বেশি থাকবে বলে জনশুমারির একটি গণনা এলাকায় অর্থনৈতিক শুমারির একাধিক গণনা এলাকা গঠিত হবে। তবে কিছু কিছু পল্লী বা শহর এলাকায় এর ব্যতিক্রমও হতে পারে।

অর্থনৈতিক শুমারির গণনা এলাকার নম্বর ইউনিয়ন ভিত্তিক হবে। যদি জনশুমারির একাধিক গণনা এলাকা নিয়ে অর্থনৈতিক শুমারির একটি গণনা এলাকা প্রস্তুত করতে হয়, তবে জনশুমারির গণনা এলাকাকে না ভেঙে অর্থনৈতিক শুমারির গণনা এলাকা প্রস্তুত করতে হবে। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক শুমারির একটি গণনা এলাকার ইউনিটের সংখ্যা গড়ে ১৫০টি হবে।

নিম্নোক্তভাবে অর্থনৈতিক শুমারির গণনা এলাকা গঠিত হতে পারে:

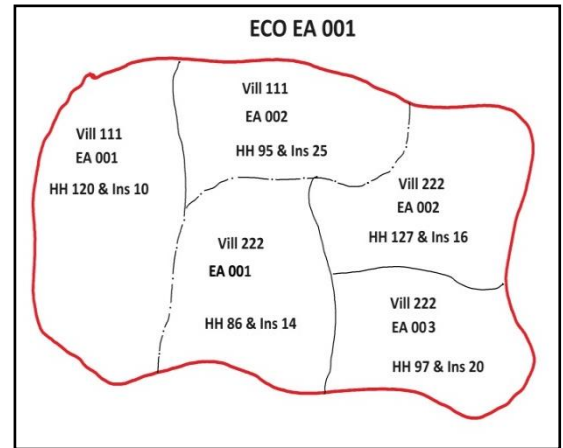
৩.১.১ জনশুমারির একটি গণনা এলাকায় অর্থনৈতিক শুমারির একটি গণনা এলাকা প্রস্তুত:

ধরা যাক, জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২-এর একটি গণনা এলাকায় ১৪০টি খানা রয়েছে। লিস্টিং করার পর এ এলাকায় প্রতিষ্ঠান সংখ্যা আনুমানিক ১৩০টি এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্বলিত খানা ৩০টি। অর্থনৈতিক শুমারির মূল শুমারিতে একজন তথ্যসংগ্রহকারীর এলাকায় গড়ে ১৫০টি ইউনিট থাকবে এ বিবেচনায় সেই এলাকাটিতে অর্থনৈতিক শুমারির একটি গণনা এলাকা গঠিত হবে এবং এক্ষেত্রে একজন তথ্যসংগ্রহকারী নিয়োজিত হবে।

৩.১.২ জনশুমারির একাধিক গণনা এলাকা নিয়ে অর্থনৈতিক শুমারির একটি গণনা এলাকা প্রস্তুত:

ধরা যাক, জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২-এর একটি মৌজা 'ক' তে দুইটি গ্রাম আছে। ১ম গ্রামে (Vill 111) ২টি গণনা এলাকা এবং ২য় গ্রামে (Vill 222) ৩টি গণনা এলাকা মোট ৫টি গণনা এলাকা রয়েছে। এখন ১ম গ্রামে (Vill 111) ১ম গণনা এলাকায় (EA 001) ১২০টি খানা এবং ১০টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ২য় গণনা এলাকায় (EA 002) ৯৫টি খানা এবং ২৫টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

আবার, ২য় গ্রামে (Vill 222) ৩টি গণনা এলাকার মধ্যে ১ম গণনা এলাকায় (EA 001) ৮৬টি খানা এবং ১৪টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ২য় গণনা এলাকায় (EA 002) ১২৭টি খানা এবং ১৬টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ৩য় গণনা এলাকায় (EA 003) ৯৭টি খানা এবং ২০টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। দেখা যায়, দুটি গ্রামের পাঁচটি গণনা এলাকায় মোট ৫২৫টি খানা (১২০+৯৫+১২৭+৮৬+৯৭) এবং ৮৫টি প্রতিষ্ঠান (১০+২৪+১৬+১৪+২০) রয়েছে। ধরা যাক, লিস্টিং করার পর এ এলাকায় ৫২৫টি খানা হতে আনুমানিক ৬০টি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্বলিত খানা পাওয়া গেছে। অর্থনৈতিক শুমারির মূল শুমারিতে একজন তথ্যসংগ্রহকারীর এলাকায় গড়ে ১৫০টি অর্থনৈতিক ইউনিট থাকবে এ বিবেচনায় এ পাঁচটি গণনা এলাকায় অর্থনৈতিক শুমারির একটি তথ্যসংগ্রহকারীর এলাকা গঠিত হবে।



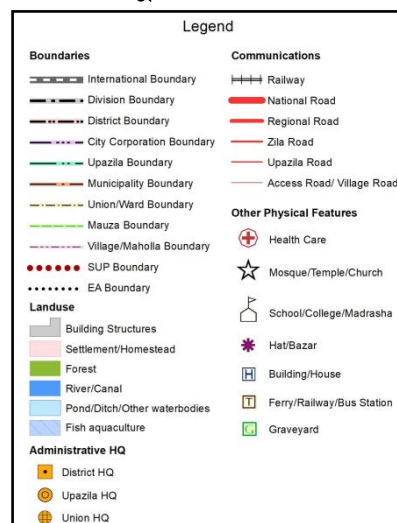
গণনা এলাকার ম্যাপ

সাধারণত শিল্পঘন এলাকায় (বিশেষ করে শহরের ক্ষেত্রে) জনশুমারির একটি গণনা এলাকায় অর্থনৈতিক শুমারির একাধিক তথ্যসংগ্রহকারীর এলাকা গঠিত হতে পারে। ধরা যাক, ঢাকা জেলার (২৬) দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (২০)-এর নিউমার্কেট থানার (৬৩) ১৮ নং ওয়ার্ড (০১৮) এ ধানমন্ডি মৌজার (১৪৯) জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২-এর একটি মহল্লা হলো 'নিউমার্কেট' (২৭৬)। এ মহল্লার নিউমার্কেটে প্রায় ৩০০০ দোকান বা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। অর্থনৈতিক শুমারির মূল শুমারিতে একটি গণনা এলাকায় গড়ে ১৫০ টি ইউনিট থাকবে এ বিবেচনায় জোনাল অফিসার নিউমার্কেটকে ২০টি ভাগে ভাগ করবেন ২০টি গণনা এলাকা নির্ধারণ করবেন এবং ২০ জন তথ্যসংগ্রহকারী নিয়োগ করবেন।

লিপিং কার্যক্রম চলাকালীন জোনাথ অফিসারগণ গণনা এলাকা ম্যাপ প্রস্তুত কাজ
শুরু করবেন এবং এ সংক্রান্ত তথ্য আইসিএমএস এ এন্ট্রি করবেন।

হবে তা নির্ধারণের পর জোনাল অফিসারগণ সরবরাহকৃত প্রিন্টেড বেজ ম্যাপে লাল কালি দিয়ে গণনা এলাকাটি চিহ্নিত করবে এবং প্রয়োজনীয় লিজেন্ড দিবে। এরপর জোনাল অফিসারগণ সরবরাহকৃত কাগজে উক্ত গণনা এলাকার একটি স্কেচ ম্যাপ প্রণয়ন করবে এবং স্কেচ ম্যাপটিতে প্রয়োজনীয় লিজেন্ড বসাবে।

- i. **Boundaries:** গণনা এলাকা গ্রাম/মহল্লা, মৌজা, ইউনিয়ন/ওয়ার্ড, উপজেলা/পৌরসভা, জেলা, বিভাগ, সিটি করপোরেশন এবং আন্তর্জাতিক প্রত্যেক স্তরের সীমানা এলাকা বুঝার জন্য নির্ধারিত রেখা ব্যবহার করতে হবে। যেমন: গণনা এলাকার সীমানা বা EA Boundary চিহ্নিত করার জন্য ‘.....’ ব্যবহার করতে হবে।
- ii. **Administrative Headquarter:** ইউনিয়ন, উপজেলা এবং জেলার সদর দপ্তর চিহ্নিতকরণের জন্য তিনটি ভিন্ন ভিন্ন প্রতীক ব্যবহার করতে হবে।
- iii. **Communication:** যোগাযোগের বিভিন্ন রাস্তা যেমন: রেলপথ, সড়কপথ তথা জাতীয়, আঞ্চলিক, জেলা, উপজেলা এবং একসেস/ভিলেজ রোড প্রভৃতি বুঝার জন্য নির্দিষ্ট চিহ্ন বা রেখা ব্যবহার করতে হবে।
- iv. **Other Physical Features:** স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মসজিদ/ টেম্পল/ মন্দির/ চার্চ, স্কুল/ কলেজ/ মাদ্রাসা, হাটবাজার, গহ/ ভবন, রেলস্টেশন/ বাসস্টেশন এবং কবরস্থান ইত্যাদি বুঝার জন্য নির্দিষ্ট প্রতীক ব্যবহার করতে হবে।



ম্যাপ প্রস্তুতের পর জোনাল অফিসারগণ সংশোধিত প্রিন্টেড ম্যাপ সুপারভাইজিং কর্মকর্তার নিকট জমা প্রদান করবেন। স্কেচ ম্যাপ প্রস্তুতের পর উক্ত ম্যাপের একটি ফটোকপি জোনাল অফিসারগণ সংরক্ষণ করবেন এবং মূল কপি সুপারভাইজিং কর্মকর্তার নিকট জমা প্রদান করবেন। এছাড়া, জোনাল অফিসারগণ স্কেচ ম্যাপের একটি image টাবের মাধ্যমে ICMS-এ আপলোড করবেন যা পরবর্তীতে তার এলাকা চিহ্নিতকরণে সহায়ক হবে।

জোনাল অফিসারগণ তার
জোনের আওতাধীন গণনা
এলাকা এবং ম্যাপ
প্রস্তুতের পর গণনা এলাকা
সম্পর্কিত তথ্য
আইসিএমএস এর ফরম
জিও কোড অপশন
ব্যবহার করে এন্ট্রি
করবে।

[illegible]

৩.৪ অর্থনৈতিক শুমারির সুপারভাইজার এলাকা গঠন:

অর্থনৈতিক শুমারিতে গড়ে ৫/৬ টি গণনা এলাকা নিয়ে একটি সুপারভাইজার এলাকা গঠিত হবে। সুপারভাইজার এলাকা চিহ্নিতকরণের পর এর ম্যাপ প্রস্তুত করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য আইসিএমএস এ এন্ট্রি করতে হবে। জনশুমারির একটি গণনা এলাকায় গড়ে ১৫০টি ইউনিট থাকবে। সে হিসেবে একটি সুপারভাইজার এলাকায় ইউনিট সংখ্যা হবে গড়ে ৯০০।

৩.৫ অর্থনৈতিক শুমারির একটি জোনে গড়ে ৫০ জন তথ্যসংগ্রহকারী থাকবে। সে হিসেবে একটি জোনের ইউনিট সংখ্যা হবে গড়ে ৭৫০০।

৩.৬ অর্থনৈতিক শুমারির গণনা এলাকা গঠন ও ম্যাপ প্রস্তুত সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়াবলী:

- ক. জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২-এর গণনা এলাকা হতে অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৪-এর গণনা এলাকা গঠিত হবে;
- খ. লিস্টিং কার্যক্রম হতে জনশুমারির গণনা এলাকা অনুযায়ী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসম্পন্ন খানা এবং প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসম্পন্ন খানা এবং প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নিয়ে অর্থনৈতিক শুমারির গণনা এলাকা গঠন করতে হবে;
- গ. জনশুমারির এক বা একাধিক গণনা এলাকা নিয়ে অর্থনৈতিক শুমারির একটি গণনা এলাকা গঠিত হতে পারে। অথবা জনশুমারির একটি গণনা এলাকায় অর্থনৈতিক শুমারির একাধিক গণনা এলাকা গঠিত হতে পারে;
- ঘ. শহর বা শিল্প বহুল এলাকায় জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর একটি গণনা এলাকায় অর্থনৈতিক শুমারির একাধিক গণনা এলাকা গঠিত হবার সম্ভাবনা বেশি থাকবে;
- ঙ. পল্লী এলাকায় জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২-এর একাধিক গণনা এলাকা নিয়ে অর্থনৈতিক শুমারির একটি গণনা এলাকা গঠিত হবার সম্ভাবনা বেশি থাকবে;
- চ. অর্থনৈতিক শুমারির একটি গণনা এলাকায় অর্থনৈতিক ইউনিট (অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্বলিত খানা এবং প্রতিষ্ঠান) সংখ্যা হবে গড়ে ১৫০টি;
- ছ. অর্থনৈতিক শুমারির গণনা এলাকার ম্যাপ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে প্রতিটি গণনা এলাকা একটি A4 সাইজের অফসেট কাগজে স্কেচ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য (জনশুমারির গণনা এলাকার বাউন্ডারি, গ্রাম/মহল্লার নাম, জিও কোড, ইউনিটের সংখ্যা, লিজেণ্ড ইত্যাদি) সন্নিবেশ করে দিতে হবে। স্কেচকৃত ম্যাপে জনশুমারির গণনা এলাকাও দেখাতে হবে। অর্থনৈতিক শুমারির গণনা এলাকার সীমানা বেইজম্যাপের ফটোকপিতে লাল কালি দিয়ে চিহ্নিত করে দিতে হবে।
- জ. শহর অঞ্চলে বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে তথ্য সংগ্রহ করাটা সময় সাপেক্ষ বিবেচনায় অর্থনৈতিক শুমারির গণনা এলাকা গঠনের সময় ইউনিট সংখ্যা কিছুটা কম হবে।
- ঝ. জনশুমারির একটি গণনা এলাকায় অর্থনৈতিক শুমারির একটি গণনা এলাকা প্রস্তুত হতে পারে;
- ঞ. জনশুমারির একাধিক গণনা এলাকা নিয়ে অর্থনৈতিক শুমারির একটি গণনা এলাকা প্রস্তুত হতে পারে;
- ট. জনশুমারির একটি গণনা এলাকায় অর্থনৈতিক শুমারির একাধিক গণনা এলাকা প্রস্তুত হতে পারে;
- ঠ. অর্থনৈতিক শুমারির ৫/৬ টি গণনা এলাকা নিয়ে একটা সুপারভাইজার এলাকা গঠিত হবে। প্রতিটি সুপারভাইজার এলাকা প্রকল্প দপ্তর হতে সরবরাহকৃত কাগজে স্কেচ করতে হবে। সুপারভাইজার ম্যাপে অর্থনৈতিক শুমারির গণনা এলাকা দেখাতে হবে। সুপারভাইজার ম্যাপের একটা করে ফটোকপি জোনাল অফিসার নিজের কাছে সংরক্ষণ করবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

৪.১ অর্থনৈতিক শুমারির মূল শুমারির আওতা নিম্নরূপ:

১। দেশের সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসম্পন্ন খানা

২। সকল প্রতিষ্ঠান

৩। সকল প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি খামার

৪। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসম্পন্ন অন্যান্য খানা (মেস)

৪.২ অর্থনৈতিক শুমারির প্রয়োজনীয় সাধারণ সংজ্ঞাবলী:

৪.২.১ ইউনিট: যে কোনো একক খানা (Household) কিংবা স্থায়ী/অস্থায়ী প্রতিষ্ঠান (Establishment), যা কোনো নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত এবং মানুষের বসবাস অথবা বিভিন্ন দ্রব্যাদি প্রস্তুত, বিক্রয়, মেরামত, গুদামজাত বা বিভিন্ন সেবামূলক কার্যাদি সম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়, তা ইউনিট হিসেবে গণ্য হবে। ফুটপাথ অথবা হাট-বাজার অথবা রাস্তার পাশে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে অস্থায়ী ছাউনির নিচে বসে নিয়মিতভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসম্পন্ন ছোটখাটো দোকানপাটও ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত হবে। ইউনিট মূলত ৪ ধরনের হবে: ১। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসম্পন্ন খানা, ২। প্রতিষ্ঠান, ৩। কৃষি খামার, ৪। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসম্পন্ন অন্যান্য খানা (মেস)।



[অর্থনৈতিক শুমারির লিস্টিং কার্যক্রম হতে যে সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসম্পন্ন খানা পাওয়া গিয়েছে শুধু সেই সকল খানা ইউনিট হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে। এছাড়া সকল প্রতিষ্ঠান, প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি খামার এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসম্পন্ন অন্যান্য খানা ইউনিট হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে।]

৪.২.২ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসম্পন্ন খানা: যে সকল খানায় বসবাস ছাড়াও আয়ের জন্য খানার অভ্যন্তরে/প্রাঙ্গণে কোনো কুটির শিল্প অথবা খানাভিত্তিক ব্যবসা অথবা অন্য কোনো অর্থনৈতিক কাজ করা হয় অথবা খানার এক বা একাধিক সদস্য ভ্রাম্যমাণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত সে সকল খানাকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসম্পন্ন খানা হিসেবে ধরা হবে।

উদাহরণ ১: খানার অভ্যন্তরে/আঙিনায় বিভিন্ন কুটির শিল্প যেমন- বাঁশ-বেতের কাজ, মাটির কাজ, তালপাখা তৈরি, শীতল পাটি/মাদুর তৈরি, টুপি তৈরি, কাঁথা সেলাই, বিড়ি বাঁধা, তাঁত, কামারের কাজ, কাগজের ঠোঙা তৈরি, মুড়ি ভাজা, রশি/দড়ি তৈরি, খেলনা তৈরি, বিভিন্ন হস্তশিল্পের কাজ ইত্যাদি।



খানার বাঁশ-বেতের কাজ



খানায় তাঁতের কাজ



খানায় মুড়ি ভাজার কাজ

উদাহরণ ২: খানাভিত্তিক অর্থনৈতিক কাজ/ব্যবসা পরিচালনা: খাবারের ব্যবসা, কাপড়ের ব্যবসা, ফ্রি ল্যান্সিং (উদ্যোক্তা), অনলাইন বিজনেস (উদ্যোক্তা), সোশ্যাল মিডিয়ার উদ্যোক্তা যেমন- ইউটিউবার, ব্লগার, টিকটকার, ফেসবুকার উদ্যোক্তা এবং এ কাজে বিনিয়োগ করেছেন যারা নিজস্ব চ্যানেল-এর মাধ্যমে উপার্জন করে ইত্যাদি।



ঘরে বসে কাপড়ের ব্যবসা



খানায় বসে ফ্রি ল্যান্সিং (উদ্যোক্তা)



অনলাইনে খাবার বিক্রি

উদাহরণ ৩: ভ্রাম্যমাণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেমন: হকার বা ফেরিওয়ালা, নিজের রিকশা/ভ্যান/অটোরিকশা/চৈলাগাড়ি/মটরবাইকে মানুষ বা মালামাল পরিবহন, ভ্রাম্যমাণ সবজি বিক্রেতা ইত্যাদি।



হকারীর মাধ্যমে লেইস ফিতা বিক্রয়



আইসক্রিমের ফেরিওয়ালা



খানার নিজের ভ্যানে মালামাল পরিবহন

উদাহরণ ৪: রাস্তার পাশে কেউ জুতা পালিশের কাজ করে; ভ্যানের উপর সবজি বিক্রি করে; ফুটপাথে ভাসমান পান, চুন, সুপারি, জর্দা, বিড়ি-সিগারেট ইত্যাদি বিক্রি করে; রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বাদাম, ছোলাবুটসহ বিভিন্ন দ্রব্যাদি বিক্রি করে জীবন নির্বাহ করে ইত্যাদি।



রাস্তার পাশে বাদাম বিক্রেতা



ভাসমান পান, বিড়ি-সিগারেট বিক্রেতা



রাস্তায় জুতা পালিশের কাজ

উদাহরণ ৫: ধরা যাক, সাধারণ খানার কোনো সদস্য যদি খানার অভ্যন্তরে বা প্রাঙ্গণে সরাসরি বা অনলাইনে বিভিন্ন কোর্স যেমন: রেসিপি, বুটিক্স, ড্রয়িং, ভাষা শিক্ষা কোর্স, আইটি প্রশিক্ষণ কোর্স, ফ্রিল্যান্সিং ইত্যাদি পরিচালনার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে থাকে; তাহলে খানাটি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসম্পন্ন খানা হিসেবে বিবেচিত হবে।



বাড়িতে বুটিক্স এর কাজ



ঘরে কেক তৈরি করে বিক্রি



ঘরে বসে আইটি প্রশিক্ষণ প্রদান

ঢাকাসহ দেশের ব্যস্ততম শহরগুলোতে অনেক ভ্রাম্যমাণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় যা খানা ভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হিসেবে তালিকাভুক্ত হবে। এরকম কিছু কর্মকাণ্ডের সচিত্র উদাহরণ নিম্নে দেয়া হলো:



ভ্রাম্যমাণ পপকর্ন বিক্রয়



ভ্রাম্যমাণ কাপড়ের ব্যবসা



ভ্রাম্যমাণ ফুড স্টল



ভ্রাম্যমাণ শরবত বিক্রয়



ভ্রাম্যমাণ জুতার ব্যবসা



ভ্রাম্যমাণ প্রসাধন বিক্রয়



[লিস্টিং কার্যক্রম হতে গণনা এলাকা ভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসম্পন্ন খানা এর তালিকা পাওয়া গেছে। মূল শুমারিতে এ সকল খানা এবং গণনা এলাকায় যদি আরো খানা পাওয়া যায় তবে তার তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।]

৪.২.৩ নিয়োক্ত কর্মকাণ্ডসমূহ খানাভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হবে না:

১. গৃহকর্মী যারা এক বা একাধিক খানায় কাজ করে তাদের এ কাজ খানা ভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হবে না।
২. নিজস্ব গৃহস্থালি কাজে নিয়োজিত পরিবারের সদস্যদের কাজ খানা ভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হবে না।
৩. চাকুরীজীবী, শ্রমিক, দিনমজুর যারা কোন প্রতিষ্ঠান/খানায় বেতন/মজুরীতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে তাদের এ কাজ খানা ভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হবে না।
৪. কাজের প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের কাজ করা ব্যক্তি। যেমন লোড-আনলোড এর কাজ করে, রাজমিস্ত্রি বা ছুতারকে সাহায্য করে, ঠিকাদারের জন্য মাটির কাজ করে এমন ব্যক্তিগণের কাজ খানা ভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হবে না।
৫. খানার সদস্য যখন শুধু রেমিট্যান্স, ভাড়া, সুদ, পেনশন অথবা দান ইত্যাদির উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে তাদের কাজ খানা ভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হবে না।
৬. খানার নিজস্ব ব্যবহৃত টিউবওয়েল, ট্রাক্টর, সেলো পাম্প, গরু/মহিষের গাড়ি ইত্যাদি যদি অতিরিক্ত আয়ের উদ্দেশ্যে অনিয়মিতভাবে (মাঝে মাঝে) ভাড়া দেয়া হয়, তবে এরূপ কাজ খানা ভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হবে না।

৪.২.৪ প্রতিষ্ঠান: প্রতিষ্ঠান হলো নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত একক ইউনিট, যা বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন, সংগ্রহ, সরবরাহ, ক্রয়-বিক্রয় বা বিতরণজনিত নানা ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অথবা সেবামূলক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে।

উদাহরণ ১: স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির, সরকারি ও বেসরকারি অফিস, আদালত, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, এনজিও প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ইত্যাদি।

উদাহরণ ২: গার্মেন্টস, জুতার কারখানা, সার কারখানা, চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা, তৈত, মৃৎশিল্প, টাইলস, সিমেন্ট, স্টিল মিল, দুধ উৎপাদন, মিষ্টি উৎপাদন, মুড়ি/চিড়া উৎপাদন ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান।

উদাহরণ ৩: হোটেল/মোটেল, রেস্টুরেন্ট, ফাস্ট ফুড, সবজির দোকান, ফল/ফুলের দোকান, মুদি দোকান, পাইকারি/খুচরা মালামালের দোকান/আড়ৎ, মোবাইল সার্ভিসিং-এর দোকান, বিকাশ, ফ্লেক্সিলোড, টিভি/ফ্রিজ মেরামত, লন্ডি ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট দোকান।

যদি কোন প্রতিষ্ঠানের ভিতরে অন্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় এবং মালিকানা বা পরিচালনাকারী ভিন্ন হয় সেটিকে আলাদাভাবে তালিকাভুক্ত করতে হবে। আর যদি মালিকানা একই ব্যক্তি হয় তবে তা একটি ইউনিট হিসেবে বিবেচিত হবে। যেমন: ফার্মেসীর মধ্যে মোবাইল রিচার্জ/বিকাশ এর দোকান থাকলে সেটি আলাদা অর্থনৈতিক ইউনিট হিসেবে শুমারিতে অন্তর্ভুক্ত হবে।



সাধারণ খানায় অবস্থিত কোনো আলাদা কক্ষ কিংবা স্থানকে যদি শুধু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য দোকান/শো-রুম/কারখানা হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং যদি উক্ত দোকান/শো-রুম/কারখানার হিসাব আলাদা রাখা হয়, তবে তা আলাদা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হবে।

যেমন- মাদারীপুর সদর উপজেলার কুনিয়া ইউনিয়নের জনাব আব্দুস সবুর মিয়ার বাড়ির একটি কক্ষ মুদি দোকান হিসেবে ব্যবহার করছেন। উক্ত দোকানে আব্দুস সবুর মিয়া এবং তার স্ত্রী বেচাকেনা করেন। এক্ষেত্রে আব্দুস সবুর মিয়ার এ দোকানটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হবে।

উল্লেখ্য, ঢাকার মিরপুর এলাকায় ইউসুফ হোসেন নিজ বাড়িতে একটি এমব্রয়ডারি মেশিনের মাধ্যমে কাপড় ডিজাইন করে থাকেন এবং তাঁর স্ত্রীও আবার ঐ কাপড়ে পাথর বসানোর কাজ করেন। উক্ত কাজটি তারা বসবাসের ঘরেই সম্পন্ন করে থাকেন এবং কাজটির মালিকানা এ পরিবারের। এর জন্য তারা পৃথক কোনো ঘর বা কক্ষ ব্যবহার করেন না। এক্ষেত্রে খানাটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হবে না। তবে খানাটি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসম্পন্ন খানা হিসেবে বিবেচিত হবে।

প্রতিষ্ঠান সাধারণত ২ (দুই) ধরনের: (ক) স্থায়ী প্রতিষ্ঠান (খ) অস্থায়ী প্রতিষ্ঠান।

ক) স্থায়ী প্রতিষ্ঠান: নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত যে সকল প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী কাঠামো (Structure) রয়েছে তা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হবে। স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হলো ব্যক্তি, ব্যক্তিসমষ্টি, সমাজ বা রাষ্ট্রের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান যেখানে বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রী সংগ্রহ, উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় ও বণ্টন অথবা কোন সামাজিক ও ব্যক্তি সেবা প্রদান করা হয়।

উদাহরণ ১: স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির, সরকারি ও বেসরকারি অফিস, আদালত, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, এনজিও প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ইত্যাদি যদি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত হয় এবং এর স্থায়ী কাঠামো থাকে, তবে তা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হবে।



বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো



বিদ্যালয়



মসজিদ

উদাহরণ ২: গার্মেন্টস, জুতার কারখানা, সার কারখানা, চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা, তাঁত, মৃৎ শিল্প, টাইলস, সিমেন্ট, স্টিল মিল, দুধ উৎপাদন, মিষ্টি উৎপাদন, মুড়ি/চিড়া উৎপাদন ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান যদি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত হয় এবং এর স্থায়ী কাঠামো থাকে, তবে তা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হবে।



একটি স্থায়ী শিল্প প্রতিষ্ঠান



মিষ্টির দোকান



গার্মেন্টস

উদাহরণ ৩: হোটেল/মোটেল, রেস্টুরেন্ট, ফাস্ট ফুড, সবজির দোকান, ফল/ফুলের দোকান, মুদি দোকান, পাইকারি/খুচরা মালামালের দোকান/আড়ৎ, মোবাইল সার্ভিসিং-এর দোকান, বিকাশ, ফ্লেক্সিলোড, টিভি/ফ্রিজ মেরামত, লন্ড্রি ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট দোকান যদি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত হয় এবং এর স্থায়ী কাঠামো থাকে, তবে তা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হবে।



একটি আবাসিক হোটেল



মুদি দোকান



বিকাশ, ফ্লেস্কিলোডের দোকান

উদাহরণ ৪: একটি দোকানে ঔষধ বিক্রির পাশাপাশি ফ্লেস্কিলোড বা মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালিত হতে পারে। এক্ষেত্রে যে কর্মকাণ্ডে বেশি আয় হয়, সে কর্মকাণ্ডটির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানটির অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিবেচনা করতে হবে। ধরা যাক, দোকানটিতে ঔষধ বিক্রি করে ফ্লেস্কিলোড এবং মোবাইল ব্যাংকিং-এর চেয়ে বেশি আয় হয়, তবে এটি ফার্মেসির দোকান হিসেবে পরিচিতি পাবে। যদি ফ্লেস্কিলোড এবং মোবাইল ব্যাংকিং এর মালিকানা/পরিচালনাকারী আলাদা হয় তবে আলাদা ইউনিট হবে।



ফার্মেসি ও বিকাশের দোকান



লাইব্রেরি, ফটোকপি ও স্টুডিও



লাইব্রেরি অ্যান্ড ভ্যারাইটিজ স্টোর



যদি একটি প্রতিষ্ঠান বা দোকানে একাধিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়ে থাকে এবং মালিক একজন তবে তা একটি ইউনিট হিসেবে বিবেচিত হবে। আর যদি এমন হয় যে, একাধিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান বা দোকানের মালিক ভিন্ন ভিন্ন তবে তা আলাদা ইউনিট হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে।

খ) **অস্থায়ী প্রতিষ্ঠান:** অস্থায়ী প্রতিষ্ঠানের কোন স্থায়ী কাঠামো বা ঘর থাকে না; তবে অস্থায়ী ছাউনি কিংবা অস্থায়ী বেড়া/বেষ্টনি থাকতে পারে। হাট-বাজার বা রাস্তার পাশে কোন নির্দিষ্ট স্থানে অস্থায়ী ছাউনির নিচে বসে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন দ্রব্যাদি উৎপাদন, বেচাকেনা, মেরামত বা অপরাপর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ছোটখাটো দোকানপাট অস্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হবে।

উদাহরণ ১: ভোলা সদর উপজেলার ভেদুরিয়া ইউনিয়নের ব্যাংকের হাটে শেড-এর নিচে একজন ব্যক্তি মাছ বিক্রয় করে আসছে, যার শুধু একটি টিনের ছাউনি রয়েছে তবে এর চারপাশে কোনো দেয়াল বা বেড়া নেই। এটি একটি অস্থায়ী প্রতিষ্ঠান।



অস্থায়ী মাছের দোকান



লুঙ্গির দোকান



অস্থায়ী ফলের দোকান

উদাহরণ ২: ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার বাঞ্ছারামপুর বাজারে একজন ব্যক্তির একটি বাঁশ ও কাঠের দোকান রয়েছে, যার কোনো একক ছাউনি ও বেড়া বা দেয়াল নেই, তবে একটি অস্থায়ী স্থান তিনি ব্যবহার করে থাকেন। এটি একটি অস্থায়ী প্রতিষ্ঠান।



বাঁশের দোকান



কাঠের দোকান



সেনিটারি পণ্য

উদাহরণ ৩: ঢাকার কারওয়ান বাজারে একই শেড-এর নিচে একাধিক ব্যক্তি নিয়মিতভাবে সবজি বিক্রয় করে থাকেন। যেখানে দোকানের জন্য আলাদা কোনো নিজস্ব ছাউনি, বেড়া বা দেয়াল নেই। উক্ত দোকানগুলোও অস্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হবে।



শেডের নিচে অস্থায়ী বাজার



অস্থায়ী দোকানে খাদ্য সামগ্রী বিক্রয়



শেডের নিচে ডিমের দোকান

উদাহরণ ৪: মেঘনা উপজেলার মানিকারচর জিওসি'র মুক্তিনগর বাজারে এলজিইডি শেড/ছাউনি নির্মাণের মাধ্যমে ধান, চাল, অন্যান্য ফসল ও বীজ ক্রয়/বিক্রয় করা হয়। শেড/ছাউনিসমূহের কোনো স্থায়ী বেড়া বা দেয়াল নেই। উক্ত শেড/ছাউনিসমূহের নিচে অবস্থিত দোকানসমূহ অস্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হবে। ইউজিসির অফিসের পূর্ব পাশের রাস্তার ধারে একটি নার্সারি রয়েছে। নার্সারীর একটি টিনের শেড রয়েছে এবং নিয়মিত একটি নির্দিষ্ট স্থান ব্যবহার করে থাকে। এটিও একটি অস্থায়ী প্রতিষ্ঠান।



[লিস্টিং কার্যক্রম হতে গণনা এলাকা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান এর তালিকা পাওয়া গেছে। মূল শুমারিতে এ সকল প্রতিষ্ঠান এবং গণনা এলাকায় যদি আরো প্রতিষ্ঠান পাওয়া যায় তবে তার তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।]

৪.২.৫ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসম্পন্ন অন্যান্য খানা (যেমন-মেস):

যে সকল অন্যান্য খানায় (যেমন- মেস) বসবাস ছাড়াও আয়ের জন্য মেসের অভ্যন্তরে কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করা হয় সে সকল অন্যান্য খানাকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসম্পন্ন অন্যান্য খানা হিসেবে ধরা হবে। উল্লেখ্য, যদি মেসের একজন সদস্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকে তবে সেই মেসটি একটি অর্থনৈতিক ইউনিট হিসেবে বিবেচিত হবে। আর যদি মেসের একাধিক সদস্য আলাদাভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকে তবে উক্ত মেস একটি অর্থনৈতিক ইউনিট হিসেবে বিবেচিত না হয়ে আলাদা/ভিন্ন অর্থনৈতিক ইউনিট হিসেবে বিবেচিত হবে। ধরা যাক, একটি মেসে ২ জন সদস্য আছে। তাদের মধ্যে একজন ফ্রি ল্যান্সার (উদ্যোক্তা) এবং অন্যজন স্টুডেন্ট (কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত নেই)। এক্ষেত্রে উক্ত মেসটি শুধু একটি অর্থনৈতিক ইউনিট হিসেবে বিবেচিত হবে। আবার ধরা যাক, একটি মেসে ৪ জন সদস্য আছে। সদস্যগণ প্রত্যেকেই আলাদাভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে। এক্ষেত্রে উক্ত মেসটি ৪ টি আলাদা অর্থনৈতিক ইউনিট হিসেবে বিবেচিত হবে।

উদাহরণ ১: ব্যবসা পরিচালনা: খাবারের ব্যবসা, কাপড়ের ব্যবসা, ফ্রি ল্যান্সিং (উদ্যোক্তা), অনলাইন বিজনেস (উদ্যোক্তা), সোশ্যাল মিডিয়ার উদ্যোক্তা যেমন- ইউটিউবার, ব্লগার, টিকটকার, ফেসবুকার উদ্যোক্তা এবং এ কাজে বিনিয়োগ করেছেন যারা নিজস্ব চ্যানেল-এর মাধ্যমে উপার্জন করে ইত্যাদি।



ঘরে বসে কাপড়ের ব্যবসা



খানায় বসে ফ্রি ল্যান্সিং (উদ্যোক্তা)



অনলাইনে খাবার বিক্রি

উদাহরণ ২: ভ্রাম্যমাণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেমন: হকার বা ফেরিওয়াল, নিজের রিকশা/ভ্যান/অটোরিকশা/চৈলাগাড়ি/মটরবাইকে মানুষ বা মালামাল পরিবহন, ভ্রাম্যমাণ সবজি বিক্রেতা, রাস্তার পাশে কেউ জুতা পালিশের কাজ করে; ভ্যানের উপর সবজি বিক্রি করে; ফুটপাথে ভাসমান পান, চুন, সুপারি, জর্দা, বিড়ি-সিগারেট ইত্যাদি বিক্রি করে; রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বাদাম, ছোলাবুটসহ বিভিন্ন দ্রব্যাদি বিক্রি করে জীবন নির্বাহ করে ইত্যাদি।



হকারীর মাধ্যমে লেইস ফিতা বিক্রয়



আইসক্রিমের ফেরিওয়াল



খানার নিজের ভ্যানে মালামাল পরিবহন



রাস্তার পাশে বাদাম বিক্রেতা



ভাসমান পান, বিড়ি-সিগারেট বিক্রেতা



রাস্তায় জুতা পালিশের কাজ

৪.২.৬ প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি খামার: বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (দোকান/অফিস) ব্যবহার করে যে সকল কৃষি খামার গড়ে উঠেছে, যার হিসাব নিকাশ প্রতিষ্ঠানের ন্যায় আলাদাভাবে পরিচালিত হয় তাদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি খামার বলে। কৃষি খামার দুই ধরনের হতে পারে। খানা ভিত্তিক কৃষি খামার এবং প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক কৃষি খামার। অর্থনৈতিক শুমারিতে শুধু প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক কৃষি খামার এর তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। কোনোভাবেই, খানা ভিত্তিক কৃষি খামার এর তথ্য আসবে না।

অর্থনৈতিক শুমারির লিস্টিং কার্যক্রমে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক কৃষিখামারকে প্রতিষ্ঠান (এস্টাবলিশমেন্ট) হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। যেমন- গবাদিপশুর খামার, অন্যান্য পশুর খামার, হাঁস-মুরগির খামার, পাখির খামার, মৎস্য খামার, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বিভিন্ন ফলের বাগান (যেমন- চাঁপাইনবাবগঞ্জের আম বাগান), বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক গড়ে উঠা নার্সারি (যেমন- পিরোজপুর জেলার স্বরূপকাঠি উপজেলার বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক গড়ে উঠা নার্সারি) প্রভৃতি।



সাধারণত এ ধরনের কৃষি খামারের নিজস্ব অফিস/প্রতিষ্ঠান এবং পৃথক হিসাব বহি থাকে। এ ধরনের খামারের তথ্য সরাসরি অফিস/প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

৪.২.৭ অর্থনৈতিক কাজ: অর্থনৈতিক শুমারির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কাজ বলতে সেই সব কাজকে বুঝাবে যে কাজের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান/খানা আয়ের জন্য বা বিক্রির উদ্দেশ্যে কোন কিছু উৎপাদন করে বা কোন সেবা প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ কোন ব্যক্তি যদি কোন প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কোন কিছুর বিনিময়ে অথবা বিনা বেতন/মজুরিতে বাজারে বা বাজার ব্যতীত অন্য কোন স্থানে কোন কিছু উৎপাদন করে বা কোন সেবা প্রদান করে থাকে, তবে তা অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে গণ্য হবে। যেমন- হোটেল-রেস্টুরেন্ট এর কাজ, গার্মেন্টস এর কাজ, হাসপাতাল এর কাজ, অফিস, স্কুল, কলেজের কাজ, নির্মাণকাজ, শিল্পকর্ম ইত্যাদি। কেউ যদি নিজ বাড়িতে রান্না-বান্না, নিজের সন্তান পড়ানো, গৃহস্থালি বা বাসার টুকিটাকি কাজ করে তবে তা অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে গণ্য হবে না।

যে সকল প্রতিষ্ঠান বা সাধারণ খানায় কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কাজ যেমন- পোশাক শিল্পের কাজ, শিল্প ও কল কারখানার কাজ, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন চাকরি, রাস্তাঘাট ও রেললাইন নির্মাণ, যানবাহন চালনা, ছোট-বড় ব্যবসা-বাণিজ্য, হোটেল-রেস্টুরেন্ট এর কাজ, হাসপাতাল এর কাজ, নির্মাণকাজ, শিল্পকর্ম, পুতুল ও মিষ্টি তৈরি, দর্জি, কামার, স্বর্ণকার, মুচি, তাঁতি, কাঠুরিয়া, ফেরিওয়ালার ইত্যাদি কাজ করা হয় ঐ সকল প্রতিষ্ঠান বা খানা অর্থনৈতিক শুমারির আওতাভুক্ত হবে। তবে খানার প্রাঙ্গণের বাহিরে কৃষি খামার (যেমন: পোল্ট্রি খামার, গরুর খামার ইত্যাদি যা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়) অর্থনৈতিক শুমারির আওতাভুক্ত হবে এবং তা প্রাতিষ্ঠানিক খানা হিসেবে আসবে।

অর্থনৈতিক শুমারির লিস্টিং কার্যক্রমে দেশে বিদ্যমান সকল খানা ও প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্ত করা হবে। পরবর্তীতে মূল শুমারিতে অর্থনৈতিক কাজে নিয়োজিত সকল প্রতিষ্ঠান এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্বলিত খানার তথ্য সংগ্রহ করা হবে।



কামারের কাজ



পোল্ট্রি খামার



খানার ঘরের ভিতর দোকান

৪.২.৮ অ-অর্থনৈতিক কাজ- অ-অর্থনৈতিক কাজ বলতে পারিশ্রমিক (টাকা/দ্রব্য) ব্যতীত খানার গৃহস্থালির কাজ যেমন- রান্নাবান্না, ঘরবাড়ি পরিষ্কার, ছোট ভাইবোন এবং শিশু-বয়স্কদের দেখাশোনা করা কিংবা স্বেচ্ছাশ্রম ইত্যাদি কাজকে বোঝায়।



নিজ গৃহে রান্নাবান্নার কাজ



পরিবারের শিশুদের লালনপালন



স্বেচ্ছাশ্রম

যে সকল প্রতিষ্ঠান বা খানায় কৃষি কাজ (যেমন: জমি চাষ, বীজ বপন, পানি সেচ, সার দেওয়া, কীটনাশক ওষধ ছিটানো, ফসল কাটা, ফসল বিক্রয়, পশুপালন, মাছ চাষ, মাছ ধরা, মাছ বিক্রয়, গরু, হাঁস মুরগি প্রতিপালন, বিভিন্ন রকম তরিতরকারি ও ফলমূল উৎপাদন ও বিক্রয়ের মত কাজগুলো) করা হয় ঐ সকল প্রতিষ্ঠান বা খানা অর্থনৈতিক শুমারির আওতাভুক্ত হবে না। তবে খানার প্রাঙ্গণের বাহিরে কৃষি খামার (যেমন: পোল্ট্রি খামার, গরুর খামার ইত্যাদি যা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়) অর্থনৈতিক শুমারির আওতাভুক্ত হবে।



হাল চাষ



মাছ ধরা



ফসল মাড়াই

৪.৩ নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহ অর্থনৈতিক শুমারির আওতা বহির্ভূত থাকবে:

১. ভাসমান, যাযাবর শ্রেণি ও আশ্রয়কেন্দ্রে বসবাসরত লোকজন এবং এ ধরনের জনগোষ্ঠী দ্বারা গঠিত খানা বা প্রতিষ্ঠান। যেমন- রেল স্টেশন, বাস টার্মিনাল, লঞ্চঘাট ইত্যাদি স্থানে বসবাসরত ভাসমান লোকজন; রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ও তাদের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান এবং আশ্রয়কেন্দ্রে বসবাসরত লোকজন প্রভৃতি।
২. ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, মাদক বিক্রি, জুয়া, চোরাচালান ইত্যাদি কর্মকাণ্ড বা এরূপ কর্মকাণ্ডে জড়িত প্রতিষ্ঠান।

পঞ্চম অধ্যায়

শুমারির প্রস্তুতিমূলক গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমঃ

৫.১ জিওকোড হালনাগাদকরণ:

অর্থনৈতিক শুমারি ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিচালনার জন্য ইন্টিগ্রেটেড সেন্সাস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ICMS: www.icms.gov.bd) প্রণয়ন করা হয়েছে। বিভাগীয় শুমারি সমন্বয়কারী, জেলা শুমারি সমন্বয়কারী, উপজেলা/থানা শুমারি সমন্বয়কারী, জোনাল অফিসার- প্রতিটি পর্যায়েই ICMS প্রোফাইল প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ICMS এ লগইন করা যাবে।

ICMS এ জিওকোড সন্নিবেশিত করা হয়েছে। গণনা এলাকা, সুপারভাইজার এলাকা, তথ্য সংগ্রহকারী ও সুপারভাইজার সংক্রান্ত তথ্য ICMS এ এন্ট্রি করতে হবে। নতুন কোনো গণনা এলাকা সৃষ্টি বা আপডেট করার প্রয়োজন হলে প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশ করতে হবে।

EA Map

Zonal Operation

Form Geo Code
(জিওকোড তালিকা)
(অর্থনৈতিক শুমারি)

Mobile No Status

Supervisor-Enumerator
(তথ্যসংগ্রহকারী)

Listar
(তালিকাকারী)

IT Listar
(IT তালিকাকারী)

Dashboard / জিওকোড তালিকা

ফর্ম : জিওকোড তালিকা (অর্থনৈতিক শুমারি)

Please select up to mauza level for geocode data update

Division
All

District
All

City Corporation
All

Upazila/Thana
All

Municipality
All

Union/Ward
All

Mauza
All

Village/Mahalla
All

Search

Export to Excel

Add New Mauza

Add Riverbed Mauza

Add New Village

Add New EA

ক্রমিক নং	খোজা (৭)	গ্রাম / অগ্রা (৮)	গ্রাম/ অগ্রার নাম (৯)	EA No. (ইএ নং) (১০)	Sub EA No (১১)	Sub Sub EA No (১২)	অগ্রার (RMO) (১৩)	অর্থনৈতিক শুমারি নং (১৪)	অর্থনৈতিক শুমারির পরিধি নং (১৫)	অর্থনৈতিক শুমারির প্রতিষ্ঠানের নাম (১৬)	অর্থনৈতিক শুমারির নাম (১৭)	অর্থনৈতিক শুমারির নাম (১৮)	অর্থনৈতিক শুমারির নাম (১৯)	অর্থনৈতিক শুমারির নাম (২০)	অর্থনৈতিক শুমারির নাম (২১)	অর্থনৈতিক শুমারির নাম (২২)	অর্থনৈতিক শুমারির নাম (২৩)
--------------	-------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---	---	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

নিম্নবর্ণিত কোড লিস্ট অনুযায়ী কলাম ১২ এ আরএমও (RMO) কোড বসাতে হবে:

পল্লী এলাকা (Rural)	1
পৌরসভা (Paurashava)	2
পৌরসভা নয় এমন উপজেলা হেডকোয়ার্টার (Upazila Headquarter other than Paurashava)	3
ক্যান্টনমেন্ট এলাকা (Cantonment Area)	5
গ্রোথ সেন্টার (Growth Center)	6
জনবসতিহীন/নদী সিক্তি (Depopulated)	8
সিটি কর্পোরেশন (City Corporation)	9

৫.২ : তথ্য সংগ্রহকারী, সুপারভাইজার, আইটি লিস্টার এর তথ্য ICMS এ পূরণ:

জোনাল অফিসার মূল শুমারির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহকারী, সুপারভাইজার, আইটি লিস্টার এর তথ্য ICMS এর নির্ধারিত অপশনে এন্ট্রি করবে।

৫.৩: শুমারি সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য পূরণ:

জোনাল অফিসার শুমারির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের তালিকা ICMS এর নির্ধারিত অপশনে পূরণ করবে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্বাচনের সময় প্রশিক্ষণ কক্ষ ব্যবহারের জন্য যথোপযুক্ত কিনা, এতে মাল্টিমিডিয়া সাপোর্ট আছে কিনা এবং পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা আছে কিনা তা বিবেচনা করতে হবে। মূল শুমারিতে বিভাগ, জেলা, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড পর্যায়ে শুমারি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপিত হবে। সে লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ এবং এর দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি সম্পর্কিত তথ্য ICMS এ যথাযথভাবে এন্ট্রি করতে হবে। এছাড়া প্রতিটি জোনের অন্তর্গত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের তালিকা ICMS এ যথাযথভাবে এন্ট্রি করতে হবে।

জরুরি প্রয়োজনে প্রকল্প দপ্তরে যোগাযোগ

অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৩ প্রকল্প
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)
পরিসংখ্যান ভবন (১০ম তলা, ব্লক-এ)
ই-২৭/এ আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮৮-০২-৫৫০০৬৮৪৫
ইমেইল: ec24.bbs@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.bbs.gov.bd

জরুরী প্রয়োজনে যোগাযোগের নম্বর:
০১৮৪৭৭৬৯৭৪৬-৪৮

অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৩-এর প্রকল্প টিম

ক্রমিক	নাম (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)	পদবি	মোবাইল নম্বর
০১।	জনাব এস এম শাকিল আখতার	প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)	০১৯১২-৮৮৪৪৯৯
০২।	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	উপপ্রকল্প পরিচালক	০১৯১১-৯৩৬৩০২
০৩।	জনাব মুহাম্মাদ আরিফুল ইসলাম	উপপরিচালক	০১৭৩৮-১৯৩০৩১
০৪।	জনাব সোনিয়া আরেফিন	উপপরিচালক	০১৯১৩-৬৩৮৯৬৩
০৫।	জনাব প্রলয় কুমার গোস্বামী	প্রোগ্রামার	০১৭১৯-২৫৪৯৮৩
০৬।	জনাব উলফাত জাহান	উপপরিচালক	০১৯২৫-৬৮২৬১৪
০৭।	জনাব আ.ক.ম ছাদেক হোসেন	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	০১৮২৬-৫৪০৯৪৬
০৮।	জনাব আশফাকুর রহমান ভূঁইয়া	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	০১৬৭৪-২২০২৬৯
০৯।	জনাব মোঃ লিটন মিয়া	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	০১৭৯৬-০৯৩২১৫
১০।	জনাব ইশরাক মুহম্মদ অন্তিক	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	০১৮৪২-৫২৫৭১৮
১১।	জনাব মোঃ আল-আমিন	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	০১৬৮৬-৯৬৭৭৮০
১২।	জনাব মানিক হোসেন	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	০১৭৬৭-০৭৪২১০